চাল বিলি করবে পুরসভা

মালবাজার, ২৫ মার্চ : করোনা ভাইরাস নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে লকডাউনের জেরে মাল শহরজুড়ে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। এমন পরিস্থিতিতে নাগরিকদের সমস্যার বিষয়টি মাথায় রেখে ত্রিশহাজার কেজি চাল বণ্টনে উদ্যোগী হয়েছে মাল পুরসভা। পুরপ্রধান স্বপন সাহা বলেন, 'আমরা শহরবাসীদের মধ্যে ৩০ হাজার কেজি চাল বণ্টনের পরিকল্পনা নিয়েছি। অনেক বাসিন্দারই চালের প্রয়োজন আছে। আমরা কাউন্সিলারের নজরদারিতে সুষ্ঠুভাবে বাসিন্দাদের হাতে টোকেন বণ্টন করব। পরে ওই টোকেন অনুযায়ী চাল দেওয়া হবে। আপাতত ঠিক হয়েছে পরিবারপিছু ৬ কেজি চাল দেওয়া হবে। প্রক্রিয়া অনুসারে র‍্যাশন ডিলারের মাধ্যমে চাল মিলবে।' এদিকে, মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সংক্রমণ ঠেকাতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিল। সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে মূল ভবনে ঢোকার মুখে রাতারাতি আটটি বেসিন বসানো হয়েছে। প্রতিটি বেসিনে হ্যান্ডওয়াশ রাখা হয়েছে। হাসপাতালে ঢোকা এবং বের হওয়ার সময় রোগী, রোগীর পরিজন, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, নিরাপত্তারক্ষী সহ সকলকেই হাত পরিষ্কার করতে হচ্ছে।' হাসপাতালের আধিকারিক এবং কর্মীরা এ বিষয়ে নজরদারি রাখছেন। হাসপাতালের সুপার ডাঃ মাসুদ হাসান আলি বলেন, 'আমরা সার্বিক বিষয়ের উপর নজর রাখছি।'

পণ্য কিনতে হুড়োহুড়ি

ময়নাগুড়ি, ২৫ মার্চ : মঙ্গলবার রাতে প্রধানমন্ত্রী লকডাউন ঘোষণা করার পর বুধবার ময়নাগুড়িতে পণ্য কিনতে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। কে কার আগে বাজার থেকে পণ্য নিয়ে বাড়িতে ফিরবেন, তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এদিন বাজারে শুধুমাত্র সবজি ও মুদিখানার দোকান খোলা ছিল। ব্যবসায়ী সমিতি জানিয়েছে, সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত সেই সব দোকান খোলা থাকবে। ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বজরংলাল হিরাউত বলেন, 'বাজারে যথেষ্ট খাদ্যপণ্য মজুত থাকার বিষয়ে ক্রেতাদের আশ্বস্ত করা হয়েছে। ক্রেতাদের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু কিনুন।' ব্যবসায়ীরা জানান, দোকান খোলার পর ক্রেতারা অতিরিক্ত পণ্যসামগ্রী নিয়ে যাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, ক্রেতারা চাইলে আমরা তো না করতে পারি না। এদিকে এদিন ময়নাগুড়ি রোডের হাট ছিল। সকালেই হাটে ক্রেতা–বিক্রেতাদের ভিড় জমে যায়। এত জনসমাগম হওয়ায় মানুষের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

গ্যাস লিক করে আতঙ্ক

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : জ্বালানি গ্যাস লিক হয়ে আতঙ্ক ছড়াল শিলিগুড়িতে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির আশিঘর ফাঁড়ির জলেশ্বরী বাজার এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন রাতে একটি বাড়িতে জ্বালানি সিলিন্ডার লিক করে গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কে স্থানীয়রা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে দমকলে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকাবাসীকে সতর্ক করে। এলাকায় কয়েক ঘণ্টা আগুন জ্বালাতে নিষেধ করা হয়েছে।

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : রক্তসংকট মেটাতে এগিয়ে এল শিলিগুড়ির ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম। লকডাউনের সময় যাতে রক্তের সংকট কিছুটা হলেও মেটানো যায়, সেজন্য এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফ থেকে রক্তদান শিবিরের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে এই শিবিরে প্রতিদিন তিনজনের কাছ থেকে রক্ত নেওয়া হবে। বুধবার সংস্থার তরফে তিনজন রক্তদাতাকে বাড়ি থেকে শিবির পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। সংগৃহীত তিন ইউনিট রক্ত শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়। সংস্থার তরফে শক্তি পাল বলেন, 'রক্তসংকট মেটাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাতে ভিড় না হয়, সেজন্য প্রতিদিন তিনজন রক্তদাতার কাছ থেকে রক্ত নেওয়া হবে।'

শিলিগুড়ি শহরের একটি গ্যাসের অফিসের সামনে গ্রাহকদের ভিড়। ছবি : সূত্রধর

প্রশাসনের আশ্বাস সত্ত্বেও লাইনে দাঁড়িয়ে শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : শুনসান শহরে পাড়ায় পাড়ায় লম্বা লাইন। করোনার জেরে কঠোরভাবে গৃহবন্দি থাকতে হবে, এই আশঙ্কায় সকালেই ওষুধের দোকান থেকে রান্নার গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে লাইনে দাঁড়াচ্ছেন শহরবাসী। কেন্দ্রের তরফে আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত দেশজুড়ে লকডাউনের ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু রান্নার গ্যাস থেকে ওষুধ, সবই দীর্ঘদিনের জন্য মজুত করতে চাইছেন অধিকাংশ শহরবাসী। যদিও প্রশাসনের তরফে অত্যাবশ্যকীয় এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকান খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তবুও যেন অনেকের মনে ভয় কাটছে না। প্রতিদিনের এই ভিড় নতুন করে সমস্যা বাড়াবে কিনা, সেই প্রশ্নও উঠেছে।

ঘরের বাইরে পা রাখার অর্থই নিজের বাড়ি এবং এলাকায় বিপদ ডেকে আনা, দেশজুড়ে লকডাউনের ঘোষণায় মঙ্গলবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অত্যাবশ্যকীয় এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্ষেত্রে ছাড়ের কথা ঘোষণার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, রসদে কোনও ঘাটতি নেই। কিন্তু বুধবার সকালে প্রতিটি বাজারেই ক্রেতাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। চাল, ডাল, সবজি চাহিদার থেকেও বেশি পরিমাণে কিনেছেন প্রত্যেকেই। ওষুধের দোকান থেকে রান্নার গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটারদের সামনেও একই ছবি। অধিকাংশ বাসিন্দাকেই এদিন প্রায় দেড়–দু'মাসের জন্য ওষুধ কিনতে দেখা গিয়েছে। সুভাষপল্লির এমনই একটি দোকানের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা বিনীতা মোদক বলেন, 'বাবা এবং মায়ের প্রত্যেকদিন ওষুধ লাগে। যদি এরপর ঘর থেকে একেবারেই বের হতে না পারি, তাই দুই মাসের ওষুধ নিয়ে যেতে এসেছি।' কলেজপাড়ার বাপ্পা দাস বলেন, 'ওষুধের দোকানে ছাড় আছে ঠিকই। কিন্তু সব ওষুধ যে পাওয়া যাবে সেই নিশ্চয়তা কোথায়।' রবীন্দ্রনগরের একটি ওষুধের দোকানে লাইনে দাঁড়ানো জীবন সূত্রধরের বক্তব্য, 'সিজন চেঞ্জ হচ্ছে। তাই বাড়িতে কিছু ওষুধ মজুত রাখাটা অত্যন্ত জরুরি।'

সার্ভার চেঞ্জ হওয়ায় কিছুদিন ধরে নির্দিষ্ট সময়ে রান্নার গ্যাস পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। এর মধ্যে লকডাউন ঘোষণা হওয়ায় রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার পাওয়া নিয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তাই শহরের প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিবিউটারের কাছেই সকাল থেকে গ্রাহকদের ভিড় জমতে শুরু করছে। এখানেও লম্বা লাইন পড়ছে। লাইনে দাঁড়ানো মিনু সরকার, শুভাশিস বসাকদের মতো গ্রাহকদের বক্তব্য, রান্নার গ্যাস সরবরাহ কোনও কারণে বন্ধ হয়ে গেলে সমস্যায় পড়তে হবে। তাই তাঁরা এসেছেন।

প্ল্যান্ট থেকে সিলিন্ডার পাওয়ার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কোনও সমস্যা হচ্ছে না বলে জানান নর্থবেঙ্গল অ্যান্ড সিকিম এলপিজি সিলিন্ডার ডিস্ট্রিবিউটার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কৌশিক সরকার। তিনি বলেন, 'তিনদিন আগে চাল, ডাল নেওয়ার জন্য মানুষ যেমন হুমড়ি খেয়েছিলেন, রান্নার গ্যাসের ক্ষেত্রে এখন তাই হচ্ছে। প্রত্যেকদিন এত বুকিং হচ্ছে, যা কল্পনা করা যায় না।' বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্টের দার্জিলিং জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় গুপ্তা বলেন, 'ওষুধের কোনও ঘাটতি হওয়ার কথা নয়, কারণ ওষুধের গাড়ি কখনোই আটকানো হয় না। ফলে সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে থাকতে পারেন।'

ওষুধে ঘাটতি নেই

ওষুধের কোনো ঘাটতি হওয়ার কথা নয়, কারণ ওষুধের গাড়ি কখনোই আটকানো হয় না। ফলে সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে থাকতে পারেন।

– বিজয় গুপ্তা, জেলা সম্পাদক
বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন

গ্যাস নিতে ভিড়

তিনদিন আগে চাল–ডাল নেওয়ার জন্য মানুষ যেমন হুমড়ি খেয়েছিলেন, রান্নার গ্যাসের ক্ষেত্রে এখন তাই হচ্ছে। প্রত্যেকদিন এত বুকিং হচ্ছে, যা কল্পনা করা যায় না।

– কৌশিক সরকার, সম্পাদক
এলপিজি সিলিন্ডার ডিস্ট্রিবিউটার অ্যাসোসিয়েশন

সৌরভের কাছে চাল ও মাস্ক চাইলেন মেয়র

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় আগাম সতর্কতা হিসেবে এবার চাল ও মাস্ক চেয়ে বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে টেলিফোন করলেন শিলিগুড়ির মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। বুধবার অশোকবাবু সৌরভকে টেলিফোন করে শিলিগুড়ির জন্য চালের পাশাপাশি মাস্কেরও ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেন। অশোকবাবু জানিয়েছেন, সৌরভ তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন।

করোনা ভাইরাস নিয়ে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হওয়ায় ইতিমধ্যে ওষুধের দোকানগুলি থেকে মাস্ক উধাও। বহু দোকানে স্যানিটাইজারও মিলছে না। মাস্ক, স্যানিটাইজার নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল চাহিদা থাকলেও তা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই করোনা আতঙ্কে সার্জিক্যাল মাস্ক না পেয়ে রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে চলছেন অনেকে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বেশ কিছু মাস্ক পাঠিয়েছিলেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার কর্তাদের কাছে। সেই মাস্ক হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে দেওয়া হলেও বাস্তবে সাধারণ মানুষ যারা জরুরি পরিষেবা দিতে প্রতিদিন রাস্তায় বের হন তাঁদের কোনও উপকার হয়নি। যার ফলে এই মুহূর্তে শহরে সবচেয়ে বেশি চাহিদা মাস্ক ও স্যানিটাইজারের। কারণ ওষুধের দোকানগুলিতে মাস্ক পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক ব্যবসায়ী জানান, বেশি দামে কিনতে হচ্ছে বলে মাস্ক তাঁরা দোকানে রাখছেন না।

গোটা শহরে মাস্কের হাহাকার দেখেই বুধবার বিসিসিআই সভাপতিকে টেলিফোন করেন মেয়র। অশোকবাবুর সঙ্গে সৌরভের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। অশোকবাবু মেয়র হওয়ার পরেও সমান যোগাযোগ রেখে চলেছেন বিসিসিআই সভাপতির সঙ্গে। এদিন সৌরভকে টেলিফোন করে অশোকবাবু বলেন, 'গোটা রাজ্যে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় চালের পাশাপাশি শিলিগুড়ির জন্য মাস্কও প্রয়োজন। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন।' অশোকবাবুর আশা খুব শীঘ্রই ওই মাস্ক হয়তো পাওয়া যাবে। অশোকবাবু বলেন, 'সৌরভ বলেছেন গরিব মানুষের জন্য চাল দেবেন। কিন্তু আমি শিলিগুড়ির জন্য চালের পাশাপাশি মাস্কও চেয়েছি। উনি সেটা দেবেন বলেছেন।' পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে এই রোগ মোকাবিলার আগাম সতর্কতা হিসেবে পর্যাপ্ত চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মী, স্বাস্থ্য উপকরণ দেওয়ার আবেদন জানিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে এদিন চিঠি দিয়েছেন মেয়র।

সৌরভ বলেছেন গরিব মানুষের জন্য চাল দেবেন। কিন্তু আমি শিলিগুড়ির জন্য চালের পাশাপাশি মাস্কও চেয়েছি। উনি সেটা দেবেন বলেছেন।
–অশোক ভট্টাচার্য মেয়র

অভুক্ত রয়েছে পথকুকুর, বিড়াল

ইসলামপুর, ২৫ মার্চ : করোনা মোকাবিলায় তৎপর সারা দেশ। জারি হয়েছে লকডাউন। কিন্তু খাবারের জন্য মানুষের উপর নির্ভর করে পথকুকুর, বিড়াল, গোরু, পাখি সহ বিভিন্ন প্রাণী। ওই সব প্রাণী হোটেল–রেস্তোরাঁর ফেলে দেওয়া খাবার ও বাড়ির খাবারের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এখন সে সব বন্ধ। ফলে রেস্তোরাঁ, হোটেল, বাড়ির সামনে, পাড়ার মোড়ে অভুক্ত প্রাণীকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে পশুপ্রেমীরা। ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'বিষয়টি সত্যি উদ্বেগের। এই বিষয়ে পশুপ্রেমীরা এগিয়ে এলে পুরসভার তরফে যথাসাধ্য সহায়তা করা হবে।'

শান্ত জনবিহীন শহরের প্রাণীর বিষণ্ণতা চোখে পড়েছে পশু ও পরিবেশপ্রেমীদের। তাঁরা জানান, মানবসভ্যতাকে রক্ষা করার পাশাপাশি পশুপাখিকে বাঁচানোও আমাদের দায়িত্ব। ইসলামপুরের বাসিন্দা তথা পশুপ্রেমী নবনীতা উপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে পথকুকুরকে কিছু খাবার সরবরাহ করছি। কিন্তু ইসলামপুর শহরে এক হাজারেরও বেশি পথকুকুর আছে। ওইগুলিকে খাওয়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই বিষয়ে সবার এগিয়ে আসা দরকার।' রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক তথা পরিবেশবিদ ডঃ তাপস পাল বলেন , 'আমরাই তো শুধু নেই পরিবেশে। পথকুকুর, বিড়াল, গোরু, পাখিও খাদ্যশৃঙ্খল এবং বাস্তুতন্ত্রের অঙ্গ। অভুক্ত প্রাণীরা বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করছে। শহর ও গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে আবেদন রাখছি, তাঁরা যেন এই প্রাণীদের খাবার সরবরাহ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।'

মাস্ক–গ্লাভসের ঘাটতির শঙ্কা জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : করোনা মোকাবিলায় মাস্ক, গ্লাভস ইত্যাদির জোগান নিয়ে সমস্যার আশঙ্কা করছে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। মাস্ক তৈরির বরাত দেওয়া হলেও এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে মজুত রাখা গ্লাভসে টান পড়বে। জলপাইগুড়ি জেলা এবং সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে দৈনিক ৩০০ জোড়া গ্লাভস ব্যবহার করা হয়। তবে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে বলে জেলা হাসপাতাল সূত্রে খবর। বুধবার প্রশাসনিক চেষ্টায় ভিনরাজ্য থেকে আসা জেলার ৯২ জন বাসিন্দা এদিন জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে গিয়ে শারীরিক পরীক্ষা করিয়েছেন। হাসপাতালের তরফে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে আগামী ১৪ দিন তাঁদের ঘরেই থাকতে বলা হয়েছে। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি শহরের ভবঘুরেদের করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে পুরসভা উদ্যোগী হয়েছে। ওই ভবঘুরেদের আপাতত পুরসভার নাইট শেলটার হোমে রাখা হবে।

করোনার সংক্রমণ রুখতে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তর একযোগে কাজ করছে। আক্রান্ত সন্দেহে এখনও পর্যন্ত জলপাইগুড়ি শহর এবং শহরতলির ৭ জন বাসিন্দাকে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতলের ভর্তি রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে একজন কেরল ফেরত, বাকিরা সবাই বিদেশ থেকে এসেছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা লড়াই চালিয়ে গেলেও তাঁদের নিরাপত্তামূলক সরঞ্জাম নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সমস্যায় পড়েছে। হাসপাতালে মাস্কের অভাব রয়েছে, এমনকি গ্লাভস নিয়েও সমস্যা তৈরি হতে পারে। এ প্রসঙ্গে জেলা হাসপাতালের সুপার গয়ারাম নস্কর বলেন, 'এত লোকের জন্য মাস্ক অর্ডার দিলেও পাওয়া যাচ্ছে না। এর মধ্যে একটি এজেন্সিকে সাড়ে ৬ হাজার মাস্কের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অন্য সরঞ্জাম এখনও যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু এইভাবে চলতে থাকলে গ্লাভস সহ কয়েকটি সরঞ্জামে টান পড়বে।' এছাড়া লকডাউনের জেরে কিছু ওষুধের সরবরাহ নিয়েও সমস্যা হতে পারে বলে স্বাস্থ্যকর্তাদের একাংশ মনে করছেন।

অন্যদিকে, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে শহরের ভবঘুরে এবং স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড ও হাসপাতালে রাত কাটানো লোকেদের জন্য পরিকল্পনা নিয়েছে জলপাইগুড়ি পুরসভা। এ প্রসঙ্গে পুরসভার চেয়ারম্যান পারিষদ (জল) সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা ওই সমস্ত লোকেদের পুরসভার নাইট শেলটার হোমে রাখার ব্যবস্থা করছি। রাতে স্টেশন, বাসস্ট্যান্ডে রাত কাটান এমন বহু লোককে এর আগেও সেখানে রাখা হয়েছে। আরও অনেকেই আছেন যাঁরা ওইভাবে রাত কাটান। তাঁরা যাতে সংক্রামিত না হন সেজন্য বৃহস্পতিবার থেকেই অভিযান শুরু করা হবে। শেলটার হোমে খাবারের ব্যবস্থা পুরসভাই করবে।'

এত লোকের জন্য মাস্ক অর্ডার দিলেও পাওয়া যাচ্ছে না। এর মধ্যে একটি এজেন্সিকে সাড়ে ৬ হাজার মাস্কের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অন্য সরঞ্জাম এখনও যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু এইভাবে চলতে থাকলে গ্লাভস সহ কয়েকটি সরঞ্জামে টান পড়বে।

–গয়ারাম নস্কর সুপার, জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল

ধূপগুড়িতে সংকট রুখতে প্রশাসনিক সভা

মজুতদারি রুখতে পুলিশের অভিযান

ধূপগুড়ি, ২৫ মার্চ : লকডাউনের সুযোগে বিভিন্ন জায়গায় অবৈধ মজুতদারি বা বাড়তি দাম চাওয়ার ঘটনা হতে পারে বলেও আশঙ্কা করছে ধূপগুড়ির স্থানীয় প্রশাসনের একাংশ। এজন্য তারা শুরু থেকেই কড়া হাতে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। বুধবার সকালে মজুতদারি এবং বাড়তি দামে জিনিস বিক্রি আটকাতে জেলা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা ধূপগুড়ি বাজারে অভিযান চালান। তারা শহরে বেশ কিছু মুদি এবং সবজির আড়তে গিয়ে স্টক সহ বাজারে দাম সম্পর্কে খবর নেন। এনফোর্সমেন্ট আধিকারিকরা জানান, অবৈধভাবে সামগ্রী মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরির মাধ্যমে কেউ যদি বাড়তি দাম নেওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই সময়ে নিয়মিত সাদা পোশাকে জেলা পুলিশের তরফে বাজারে নজর রাখা হবে বলেও জানানো হয়।

লকডাউন ঘোষণা করা হলেও বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য মানুষের যাতায়াত এখনও অব্যাহত রয়েছে। সরকারি ঘোষণা অনুসারে সবজি, ওষুধ ও মুদির দোকান খোলা থাকলেও মূলত খাদ্যদ্রব্যের দোকানেই ভিড় হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, বাজারে শুকনো খাবার, চাল, ডাল, সোয়াবিন কেনার হিড়িক পড়েছে। সবজির মধ্যে আলু ও পেঁয়াজের সব থেকে বেশি চাহিদা রয়েছে। এদিকে সবজির খুচরো বাজার খোলা থাকায় পাইকারি মান্ডিও খোলা রয়েছে। ফলে প্রতিদিন ভোরে ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে সরকারি পাইকারি সবজি মান্ডিতে কয়েকশো মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন। এমনিতে ভোরবেলায় এই বাজারে স্থানীয় এবং ভিনরাজ্যের ক্রেতা–বিক্রেতা মিলিয়ে কয়েক হাজার মানুষের জমায়েত হত। বর্তমানে সেই সংখ্যাটা কয়েকশোতে নেমে এসেছে। তা সত্ত্বেও এই জমায়েত নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের কর্তারা উদ্বিগ্ন। ফলে সকাল থেকেই সুপার মার্কেট চত্বরে পুর, পুলিশ এবং ব্লক প্রশাসনের কর্তারা নজর রাখছেন। মূলত ভিড় এড়িয়ে বাজার সচল রাখাই এখন সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ বলে তাঁরা জানিয়েছেন। তবে এদিনও শহরে বহু মানুষকে বিভিন্ন জায়গায় পথে বের হতে দেখা যায়। তবে ধূপগুড়ি পুলিশকে প্রায় সব ক্ষেত্রেই কড়া হাতে ভিড় আটকাতে দেখা গিয়েছে।

এদিকে বাজারে মুদি দোকানের সামগ্রী, ওষুধ নিয়ে যাতে কোনও সংকট বা কালোবাজারি না হয়, সেজন্য এদিন ব্লক ও পুর প্রশাসনের তরফে গুরুত্বপূর্ণ সভা করা হয়। এদিন বিডিও অফিসে হওয়া এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিডিও শঙ্খদীপ দাস এবং উপ পুরপ্রধান রাজেশকুমার সিং ছাড়াও বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা। এই সভায় বাজারে জোগান স্বাভাবিক রাখার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উপ পুরপ্রধান বলেন, 'কোনও অবস্থাতেই ধূপগুড়িতে কালোবাজারি বরদাস্ত করা হবে না বলে ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতারা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। সেই সঙ্গে নাগরিকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, অযথা প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস কিনে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করবেন না। ব্লক এবং পুর প্রশাসন সব সময় বাজারে নজর রাখছে এবং পুলিশও খবর রাখছে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিয়ে এই বিপদের দিনে মানুষের পাশে দাঁড়াতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

ধূপগুড়ি বাজারে পুলিশের অভিযান। ছবি : সপ্তর্ষি সরকার

মুদি দোকানের সামনে গণ্ডিতে দাঁড়িয়ে বাসিন্দারা। –সংবাদচিত্র

সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে গণ্ডি কাটল পুলিশ

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : দেশজুড়ে ২১ দিনের লকডাউন ঘোষণা হতেই শহরের গালামালের দোকানে লম্বা লাইন। যে কোনও দিন হয়তো দোকান বন্ধ করে দেওয়া হবে– এই আতঙ্কে শিলিগুড়ির পাড়ায় পাড়ায় দরকারি সামগ্রী কিনতে সাধারণ মানুষ ভিড় করছেন। সরকারি নির্দেশিকাকে অমান্য করেই সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখেই বেচাকেনা চলছে। তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে দোকানের সামনে গণ্ডি কেটে দিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। শহরের বিভিন্ন দোকানের সামনে চুন, চক দিয়ে নির্দিষ্ট সার্কেল, গণ্ডি কেটে দেওয়া হচ্ছে। ওই গণ্ডির বাইরে যেতে গ্রাহকদের নিষেধ করা হয়েছে। প্রতিটি দোকানে পর্যায়ক্রমে টহল দিচ্ছে পুলিশ। কেউ নির্দেশিকা অমান্য করলেই আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ি

মঙ্গলবার রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এরপর থেকেই গুজব রটে যায়, কোনও গালামালের দোকান, সবজির বাজার খোলা থাকবে না। এই গুজবে কান দিয়ে মঙ্গলবার রাত থেকেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় গালামালের দোকানে ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। বুধবার সকাল থেকেও বিভিন্ন পাড়ার দোকানে লম্বা লাইন ছিল। বারবার বোঝানোর পরেও মানুষ সচেতন না হওয়ায় বুধবার শহরের বিভিন্ন এলাকায় গালামালের দোকানের সামনে গণ্ডি কেটে দিয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। কোথাও চুন দিয়ে আবার কোথাও চক দিয়ে গণ্ডি কাটা হয়েছে। প্রত্যেক গ্রাহককে গণ্ডির মধ্যে থেকে জিনিস কিনতে হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশ পর্যায়ক্রমে এসে এলাকা পরিদর্শনও করছে। কেউ আইন অমান্য করলে পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, দোকানদারদেরও সতর্ক করা হয়েছে। প্রয়োজনে দোকান বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এদিকে, বুধবার শিলিগুড়ির শিবমন্দির, বাগডোগরা চত্বরে প্রচুর মানুষ দোকানের সামনে জমায়েত করেছিল। খবর পেয়ে মাটিগাড়া থানার ওসি সুবল ঘোষের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে করে জমায়েত সরায়। শিলিগুড়ির এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'মানুষের কাছে বারবার লকডাউন মানতে আবেদন করা হচ্ছে। এরপরও তা না মানা হলে আমরা কঠোর পদক্ষেপ করতে বাধ্য হব।'

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে শিশুদের খাবার বিতরণ

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : লকডাউনের পর থেকে দিনের অনেকটা সময় খালিপেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের শিশুরা। করোনা ভাইরাসের সতর্কতার জন্য দু'দিন ধরে বন্ধ রয়েছে স্টেশনের ড্রপআউট সেন্টার। ট্রেন বাতিল থাকায় দেখা নেই যাত্রীদেরও। যার ফলে পেটে টান পড়েছে স্টেশনে থাকা প্রায় ৫০টি শিশুর। লকডাউনের এই শহরে স্টেশনে থাকা শিশুদের খাবারের অভাবের কথা সোমবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'–এ তুলে ধরা হয়।

এরপর বুধবার খাবার হাতে এনজেপি স্টেশনে পৌঁছে যান শিলিগুড়ির গবেষক দম্পতি অনির্বাণ নন্দী ও পৌলোমী চাকী নন্দী। এনজেপি স্টেশনে থাকা খুদেদের জন্য স্টেশনের পাশে রয়েছে ড্রপআউট সেন্টার। সেখানে তাদের পড়াশোনার পাশাপাশি দুপুরের খাবারও দেওয়া হয়। তবে করোনা ভাইরাসের জন্য দু'দিন ধরে স্টেশনে থাকা ড্রপআউট সেন্টার বন্ধ রয়েছে। যার ফলে খালি পেটেই স্টেশনের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই শিশুরা। এই শিশুদর মুখে খাবার তুলে দিতেই এদিন এনজেপি স্টেশনে খাবার হাতে পৌঁছোন দম্পতি। তাদের চিঁড়ে, মুড়ি, বিস্কুট দেওয়া হয়। তাদের অভিভাবকদের কাছে বাচ্চাদের তিনদিনের খাবার দেওয়া হচ্ছে।

অভুক্ত শিশুদের পরিস্থিতি দেখে পৌলোমীদেবী বলেন, 'স্টেশনের শিশুদের অভুক্ত থাকার ব্যাপারে জানতে পেরে খাবার নিয়ে এখানে এসেছি। ওদের এরকম পরিস্থিতি সত্যিই চোখে জল এনেছে। খাবার হাতে দেখেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে শিশুরা। অনেকেই দু'দিন ধরে কিছু না খেয়ে আছে।' অন্যদিকে অনির্বাণবাবু বলেন, 'লকডাউনের সময় খুদেরা যাতে অভুক্ত অবস্থায় না থাকে সেজন্য আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি।' এদিন এনজেপি স্টেশনের পাশাপাশি শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনের খুদেদের খাবার দেওয়া হয়। এছাড়া, শহরের বেশ কিছু ভবঘুরের হাতেও এদিন খাবার তুলে দেন এই গবেষক দম্পতি।

বাম–কংগ্রেস কমিটি গঠন

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : জলপাইগুড়ি পুরসভার নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের যুক্ত কমিটি গঠন করা হল। জেলা কংগ্রেসের কার্যকারী সভাপতি অমিত ভট্টাচার্য এবং সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জিয়াউল আলম এই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হয়েছেন।